বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ঢাকা

শিরোনাম: অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়াটি ডিজিটাইজেশন।

সেবাটি ডিজিটাইজেশনের যৌক্তিকতা: দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামসমূহ অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা কাউন্সিলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যেহেতু দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশব্যাপী বিস্তৃত সেহেতু অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন গ্রহণ সমীচীন।

বিদ্যমান সমস্যা:

প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলে ব্যাপক সময়, অর্থ ও যাতায়াতা প্রয়োজন হবে।

সেবাটি ডিজিটাইজেশনের সুবিধা:

- অ্যাক্রেডিটেশন প্রত্যাশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ দপ্তর হতে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে;
- আবেদনফর্ম ও সংযুক্ত দলিলপত্রাদির সফটকপি কাউন্সিলে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে;
- গোপনীয়তা বজায় থাকবে;
- কম সময়ে আবেদনপত্র দাখিল;
- ব্যাপকভাবে অর্থ সাশ্রয়।

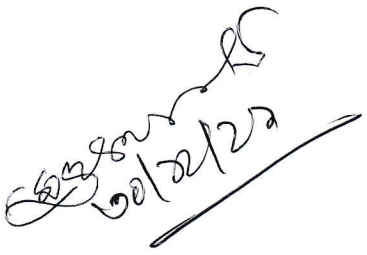

প্রসেস ম্যাপ

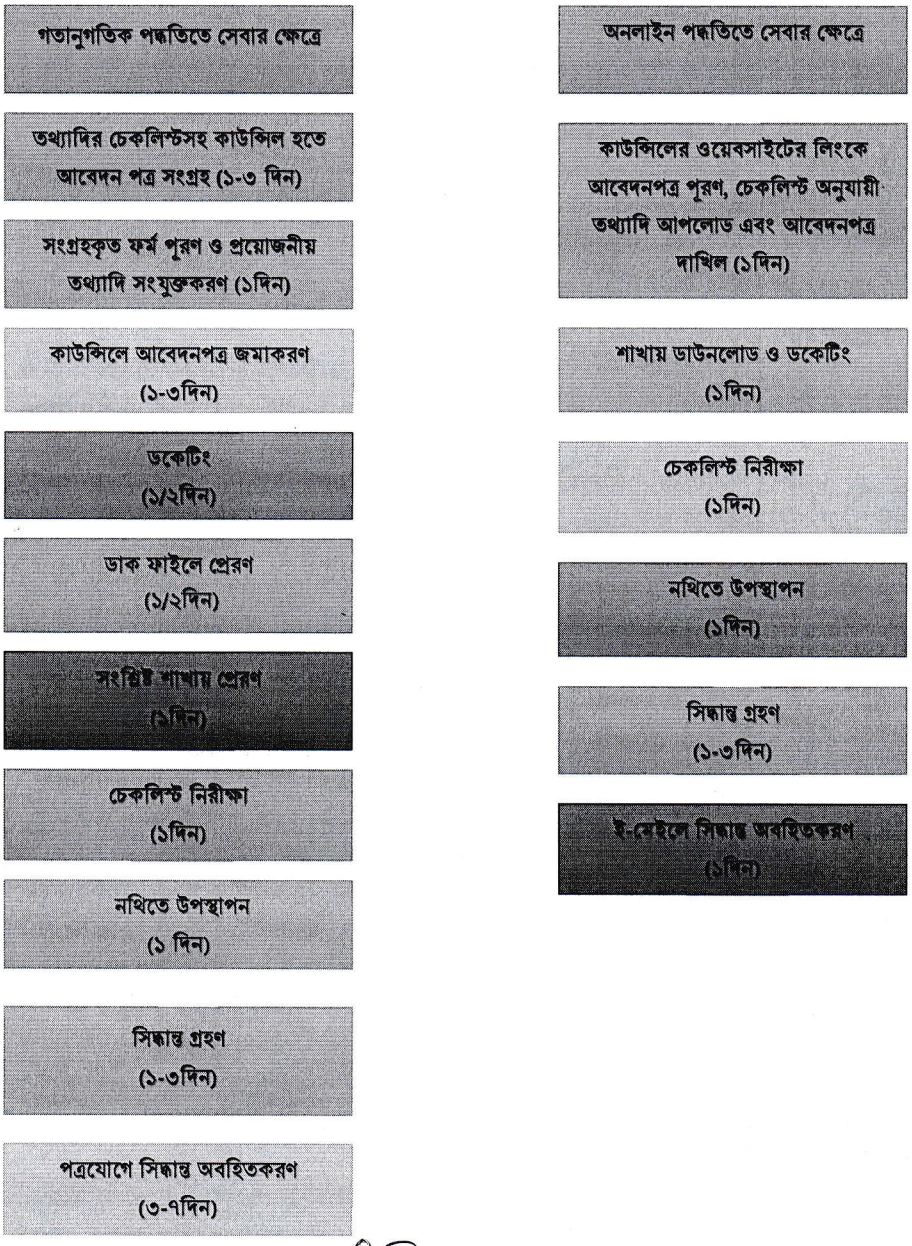
গতানুগতিক পদ্ধতিতে সেবার ক্ষেত্রে
তথ্যাদির চেকলিস্টসহ কাউন্সিল হতে আবেদন পত্র সংগ্রহ (১-৩ দিন)
সংগ্রহকৃত ফর্ম পূরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্তকরণ (১দিন)
কাউন্সিলে আবেদনপত্র জমাকরণ (১-৩দিন)
ডকেটিং (১/২দিন)
ডাক ফাইলে প্রেরণ (১/২দিন)
সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ (১দিন)
চেকলিস্ট নিরীক্ষা (১দিন)
নথিতে উপস্থাপন (১ দিন)
সিদ্ধান্ত গ্রহণ (১-৩দিন)
পত্রযোগে সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ (৩-৭দিন)
অনলাইন পদ্ধতিতে সেবার ক্ষেত্রে
কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের লিংকে আবেদনপত্র পূরণ, চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্যাদি আপলোড এবং আবেদনপত্র দাখিল (১দিন)
শাখায় ডাউনলোড ও ডকেটিং (১দিন)
চেকলিস্ট নিরীক্ষা (১দিন)
নথিতে উপস্থাপন (১দিন)
সিদ্ধান্ত গ্রহণ (১-৩দিন)
ই-মেইলে সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ (১দিন)

তুলনামূলক চিত্র

বিষয়	গতানুগতিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান (সেবা গ্রহিতার দৃষ্টিভঙ্গি)	ডিজিটাইজেশনের পরের পর	Benefit
সময়	১১-২১ দিন	৬-৮ দিন	১৫ দিন সময় সাশ্রয়
ব্যয় (উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	৪০০০.০০-৭০০০.০০	-	০.০০
যাওয়া-আসা	৩-৪ বার	প্রয়োজন নেই	যাতায়াতের ব্যয় ও পরিশ্রম হ্রাস
ধাপ	১০ধাপ	০৬ধাপ	৪ধাপ

স্টেকহোল্ডার/বেনিফিসিয়ারি:

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী কলেজসমূহ ও উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী মাদরাসাসমূহ।